কলকাতার উচ্চ আদালতে

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এক্তিয়ার)

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০১৯-এর সিআরআর ১১২৭

যশদীপ সিং সুদ ও আরেকজন

বনাম

ভিভা সনথালিয়া এবং অন্যরা

আবেদনকারীদের জন্য	:	শ্রী ধীরজ ত্রিবেদী শ্রী সুনীল গুপ্ত।
বিপরীত পক্ষের জন্য	:	কিছুই নয়।
শুনানি শেষ হয়েছে	**:**	২০.১১.২০২৩
রায়দান	**:**	**২৪.১১.২০২৩**

<u>বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল):</u>

১) বর্তমান পুনর্বিবেচনাটি ২০১৬ সালের অভিযোগ মামলা নং গ -০০৭৫১০৪-এর আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা বাতিল করার জন্য আবেদন করার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে (পূর্বে ২০১২-এর ৪৬৯৬ হিসাবে গণনা করা হয়েছিল) যা নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস আইন, ১৮৮১-এর ধারা ১৪১-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩৮-এর অধীনে সংশোধিত হিসাবে কলকাতার পণ্ডিত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের ১৯ তম আদালতে বিচারাধীন রয়েছে এবং ২০১৬-এর অভিযোগ মামলা নং গ -০০৭৫১০৪ (পূর্বে ২০১২-এর ৪৬৯৬ হিসাবে গণনা করা হয়েছিল)-এ কলকাতার জ্ঞানী মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রদত্ত ০১.০৭.২০১৬ তারিখের আদেশ এবং ১৮.০১.২০১৭ তারিখের আদেশ পাস করা হয়েছে।

২) আবেদনকারীর মামলাটি হল যে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে বিপরীত পক্ষ কর্তৃক নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস আইন, ১৮৮১-এর ১৩৮/১৪১ ধারার অধীনে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

৩) কাজ করা সত্ত্বেও বিপরীত পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করা হয় না।

৪) শ্রী ধীরজ ত্রিবেদী, বিদ্বান আইনজীবী আবেদনকারীদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

৫) শ্রী ত্রিবেদীর কথা শোনার পর এবং নথির বিষয়বস্তু পর্যালোচনার পর, নিম্নলিখিত তথ্যগুলি এই আদালতের সামনে রয়েছেঃ-

i. প্রাথমিকভাবে কার্যধারার সংখ্যা ছিল সি-৪৬৯৬/১২।

ii. ১৭.০৩.২০১২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, তদন্তের ভিত্তিতে কলকাতার ৫ম আদালতের শিক্ষিত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেনঃ-

"তবে প্রশ্নযুক্ত চেক জারি করার সময়, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বলা যাবে না যারাঅভিযুক্ত নং ১/পাবানসো ইন্ডিয়া পুট লিমিটেডের পরিচালক ছিলেন না। এর ধারা ১৪১ এর সাথে পড়া নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস আইন, ধারা ১৩৮ এর অধীনে দায়বদ্ধ হতে পারে। সেই অনুযায়ী প্রক্রিয়া জারি করা যাবে না অভিযুক্ত নম্বর ৬ এবং ৭-এর বিরুদ্ধে এবং তারা হল মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে।

তবে রেকর্ডের উপকরণগুলি থেকে বোঝা যায় যে সমস্ত অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একটি অপরাধ করেছে আইনের ১৪১ ধারার সাথে পড়া এনআই আইনের ১৩৮ এবং তদনুসারে অভিযুক্ত নম্বর ১ থেকে ৫-এর বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়েছে। "

iii. অভিযুক্ত নম্বর ৬ ও ৭ এখানে আবেদনকারী।

iv. এটি বলা হয় যে এরপরে মামলাটি বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য সুরাটের বিজ্ঞ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্থানান্তর করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৫.০৬.২০১৫ তারিখে অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার পর, উক্ত মামলাটি আবারও আদালতে স্থানান্তর করা হয় কলকাতা-৭০০০০১ -এর প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং ২১৬ সালের মামলা নং ০০১৭৫১০৪ হিসাবে পুনঃনম্বর করা হয়েছে এবং ছিল পরবর্তীকালে ১৯ তম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বদলি করা হয় বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য কলকাতায় আদালত। এরপর বিপরীত পক্ষের নং ১ -এর বিধান অনুযায়ী একটি হলফনামা দ্বারা প্রমাণ যোগ করা ০১.০৭.২০১৬ তারিখে উল্লিখিত আইনের ১৪৫ ধারা এবং বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ববর্তী আদেশগুলি বিবেচনা না করেই এবং সত্য যে আবেদনকারীদের নাম মুছে ফেলা হয়েছে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অ্যারে থেকে এবং ১৭.০৩.২০১৪ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে তাদের উপরোক্ত মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, ০১.০৭.২০১৬ তারিখে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে যান্ত্রিকভাবে জারি করা প্রক্রিয়া।

v. ১৭.০৩.২০১২ তারিখের আদেশের ভিত্তিতে আবেদনকারীদের নাম বাদ দেওয়ার আবেদনটি ১৮.০১.২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, যেখানে আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-

" এটি একটি সত্য যে কলকাতার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ৫ "আদালতের তারিখের আদেশে অভিযুক্ত ৬ ও ৭ নম্বরের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি না করার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী তাদের মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল এবং তারপরে, উক্ত মামলাটি সুরাটের (গুজরাট) মাননীয় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং যখন উক্ত রেকর্ডটি এলডি সিএমএম-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল, তখন কলকাতা বিষয়টি আমলে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিল এবং তারপরে মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য এই আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করা হয়েছিল। তারপরে, উক্ত অভিযুক্ত নং ৬ '০৬.১২.১৬'-এ জামিন নেন এবং জামিন নেওয়ার তারিখের পর থেকে তিনি তাত্ক্ষণিক মামলার কারণ মালিকানা থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়ার বিষয়ে একটি শব্দও ফিসফিস করেননি। আমার মতে যখন এই আদালত ইতিমধ্যে প্রক্রিয়াটি জারি করেছে, তখন এই আদালতের নিজস্ব আদেশ পর্যালোচনা বা প্রত্যাহার করার কোনও ক্ষমতা নেই। তাই তাত্ক্ষণিক আবেদনটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।"

vi. তারপর আদালত গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারি করে।

৬) উক্ত আদেশটি এই সংশোধনীর চ্যালেঞ্জের অধীনে রয়েছে।

৭) স্বীকারযোগ্যভাবে এটি রেকর্ডে রয়েছে যে আবেদনকারীদের একই কার্যধারায় ১৭.০৩.১২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

৮) ১৭.০৩.১২ তারিখের আদেশটি কোনও ফোরামের সামনে অভিযোগকারী দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়নি।

৯) শ্রী ত্রিবেদী সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন আদালত প্রসাদ বনাম রূপলাল জিন্দাল ও অন্যান্য, আপিল (সিআরএল) ২০০২ এর ৯১,২৫আগস্ট, ২০০৪, যেখানে আদালত রায় দিয়েছেঃ-

"আমরা এই আদালতের উপরের ফলাফলগুলি কোডের পরিকল্পনার পটভূমিতে পরীক্ষা করব যা ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা অভিযোগ বিবেচনা এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কার্যধারা শুরু করার ব্যবস্থা করে যা কোডের XV এবং XVI অধ্যায়ে পাওয়া যায়:

ধারা ২০০ বিবেচনা করে যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও অপরাধের বিচার গ্রহণ করে অভিযোগটি পরীক্ষা করার জন্য এবং অভিযোগকারী এবং উপস্থিত সাক্ষীদের যদি থাকে তবে শপথের ভিত্তিতে পরীক্ষা করার জন্য বিবেচনা করে। অভিযোগ এবং সাক্ষীদের যদি এমন পরীক্ষায় থাকে, যদি তিনি প্রক্রিয়া জারি করা স্থগিত করতে না চান তবে ম্যাজিস্ট্রেটকে ধারা ২০৩ এর অধীনে অভিযোগ খারিজ করতে হবে যদি তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে অভিযোগ, অভিযোগকারী এবং সাক্ষীদের বিবৃতি কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি তৈরি করে না। অন্যদিকে, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে আরও তদন্তের প্রয়োজন নেই এবং অভিযোগ, সেই পর্যায়ে উপস্থাপিত প্রমাণের কাছে এগিয়ে যাওয়ার উপাদান রয়েছে, তবে তিনি কোডের ধারা ২০২-এর ধারা ২০৪-এর অধীনে প্রক্রিয়া জারি করতে এগিয়ে যেতে পারেনঃ প্রক্রিয়া জারি স্থগিত করার বিষয়ে বিবেচনা করা হয়েছেঃ এতে বলা হয়েছে যে ম্যাজিস্ট্রেট যদি অভিযোগ পাওয়ার পরে উপযুক্ত মনে করেন তবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করা স্থগিত করতে পারেন এবং মামলার আরও তদন্ত নিজের দ্বারা করতে চান বা কোনও পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দেন যা তিনি যথাযথ মনে করেন যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তা করতে পারেন।সেই প্রক্রিয়ায় যদি তিনি উপযুক্ত মনে করেন তবে তিনি এমনকি শপথ নিয়ে সাক্ষীদের প্রমাণও নিতে পারেন এবং এই ধরনের তদন্তের পরে, তদন্ত এবং পুলিশের প্রতিবেদন যদি ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা চাওয়া হয় এবং যদি তিনি কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি খুঁজে না পান তবে তিনি সংক্ষেপে রেকর্ড করে অভিযোগটি খারিজ করতে পারেন।

কিন্তু অভিযোগটি আমলে নেওয়ার পর এবং অভিযোগকারী ও সাক্ষীদের পরীক্ষা করার পর যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে অভিযোগটি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে, তাহলে তিনি কোডের ২০৪ ধারার অধীনে সমন জারি করতে পারেন। অতএব ধারা ২০৪-এর অধীনে প্রক্রিয়া জারি করার জন্য যা প্রয়োজনীয় বা পূর্বশর্ত তা হল ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি হয় অভিযোগকারী ও সাক্ষীদের পরীক্ষা করে বা ধারা ২০২-এর অধীনে বিবেচিত তদন্ত দ্বারা যে অভিযোগটি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে তাই কোডের ২০৪ ধারার অধীনে প্রক্রিয়াটি জারি করুন। এগুলোর কোনোটিতেই নয় তলব করা আসামিদের শুনানির জন্য কোড যে ধাপগুলি সরবরাহ করেছে, স্পষ্ট কারণগুলির জন্য কারণ এটি শুধুমাত্র একটি প্রাথমিক পর্যায় এবং অভিযুক্তের শুনানির পর্যায়টি শুধুমাত্র পরবর্তী পর্যায়ে উত্থাপিত হবে কোডের পরবর্তী বিধান।

সমন জারি করার আগে ম্যাথিউয়ের মামলায় এই আদালত যা বলেছিল তা সত্য _ ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে অভিযোগটি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে তবে ২০০ এবং ২০২ ধারার অধীনে তাঁর দ্বারা পরিচালিত তদন্তের মাধ্যমে সেই সন্তুষ্টি অর্জন করা উচিত এবং কোডের ২০৩ ধারার অধীনে অভিযোগ খারিজ করার একমাত্র পর্যায়টি উদ্‌ভূত হয় যেখানে অভিযুক্তের কোনও ভূমিকা নেই তাই আদালতে সমন প্রাপ্তির পরে অভিযুক্তের প্রশ্ন এবং রেকর্ডে উপলব্ধ উপাদানগুলির পুনর্বিবেচনার জন্য কোডের ২০৩ ধারার অধীনে অভিযোগ খারিজ করার আবেদন করা অগ্রহণযোগ্য কারণ ততদিনে ধারা ২০৩ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে এবং ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ২০৪ পর্যায়ে এগিয়ে গেছেন।

এটি সত্য যে, যদি কোনও ম্যাজিস্ট্রেট কোনও অপরাধের বিচার গ্রহণ করেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ বা অভিযুক্তকে জড়িত করে এমন কোনও উপাদান বা ২০০ ও ২০২ ধারার বিধান লঙ্ঘন না করে প্রক্রিয়া জারি করেন, তবে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ কলুষিত হতে পারে, তবে সেই পর্যায়ে কোনও ক্ষুব্ধ অভিযুক্ত যে স্বস্তি পেতে পারে তা কোডের ২০৩ ধারা আহ্বান করে নয় কারণ ফৌজদারি কার্যবিধি কোনও আদেশের পুনর্বিবেচনার কথা বিবেচনা করে না। অতএব অধস্তন ফৌজদারি আদালতে কোনও পর্যালোচনা ক্ষমতা বা অন্তর্নিহিত ক্ষমতার অভাবে, প্রতিকারটি কোডের ৪৮২ ধারা আহ্বানের মধ্যে রয়েছে।

অতএব, আমাদের মতে ম্যাথিউ (উপরে উল্লিখিত)-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের পর্যবেক্ষণ যে ভুলভাবে প্রক্রিয়া জারি করার আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য আইনের কোনও নির্দিষ্ট বিধানের প্রয়োজন নেই, তা কোডের পরিকল্পনার পরিপন্থী হবে যা পর্যালোচনার জন্য সরবরাহ করা হয়নি এবং আন্তঃ-আইনী পর্যায়ে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করে। অতএব, আমরা মতামত দিচ্ছি যে ম্যাথিউয়ের ক্ষেত্রে (উপরে উল্লিখিত) এই আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি যে কোনও ভুল আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য কোনও নির্দিষ্ট বিধানের প্রয়োজন নেই, যা এক্তিয়ারবিহীন, সঠিক আইনটি নির্ধারণ করে না।"

১০) *সুব্রামানিয়াম সেথুরামন বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও আরকেজন*, ২০০২ সালের আপিল (সিআরএল) ১২৫৩,১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৪, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেঃ-

"পক্ষগুলির পক্ষে বিদ্বান আইনজীবীর যুক্তি বিবেচনা করার পরে, আমরা মনে করি যে আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবীর যুক্তি যে আদালত প্রসাদের মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন তা গ্রহণ করা যায় না। এটা সত্য যে আদালত প্রসাদের মামলাটি একটি ওয়ারেন্ট মামলার সাথে সম্পর্কিত যেখানে ম্যাথিউয়ের ক্ষেত্রে একই সমন মামলার সাথে সম্পর্কিত। এই পরিমাণে, দুটি মামলার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, তবে এটি কোনওভাবেই আদালত প্রসাদের মামলায় এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনটিকে একটি খারাপ আইন করে তোলে না।

ম্যাথিউয়ের মামলায় এই আদালত বলেছিল যে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ধারা ২০৪-এর অধীনে জারি করা একটি প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত হওয়া এবং আদালতকে সন্তুষ্ট করার জন্য উন্মুক্ত যে অপরাধ সংঘটিত করার ক্ষেত্রে অভিযুক্তের সাথে জড়িত কোনও অভিযোগ নেই। এই পরিস্থিতিতে, এই আদালত বলেছিল যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জারি করা প্রক্রিয়াটি প্রত্যাহার করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে উন্মুক্ত। এই আদালত এই বিষয়টিও লক্ষ্য করেছে যে কোডটি প্রক্রিয়াটি প্রত্যাহার করার জন্য এই জাতীয় কোনও পদ্ধতির ব্যবস্থা করেনি। তবে বিচার বিভাগীয় বিবেচনার এই ধরনের কাজের জন্য কোনও নির্দিষ্ট বিধানের প্রয়োজন নেই বলে ধরে রেখে তার যুক্তিকে সমর্থন করে। আদালত প্রসাদের ক্ষেত্রে, এই আদালত ম্যাথিউয়ের -এর মামলায় আদালতের উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে এবং রায় দেয় যে ধারা ২০৪-এর অধীনে প্রক্রিয়া জারি করা কোডের XX অধ্যায়ে বিবেচিত বিচারের পর্যায়ে একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ। প্রাথমিক পর্যায়ে দেওয়া এই ধরনের আদেশ একটি অন্তর্বর্তী আদেশ হওয়ায়, ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এটি পর্যালোচনা বা পুনর্বিবেচনা করা যাবে না, একই আদালতের দ্বারা কোনও আদেশের পর্যালোচনার জন্য কোডের অধীনে কোনও বিধান নেই। অতএব, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে এই আদেশ প্রত্যাহার করার কোনও নির্দিষ্ট বিধানের অভাবে প্রক্রিয়া জারি করার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা অগ্রহণযোগ্য। সেই যুক্তির লাইনে আদালত আদালত প্রসাদের মামলায় এই আদালত বলেছিলঃ

"অতএব, আমরা মনে করি যে ম্যাথিউয়ের মামলায় (উপরে) এই আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি যে এখতিয়ারবিহীন আদেশ প্রত্যাহার ও জারি করার জন্য কোনও নির্দিষ্ট বিধানের প্রয়োজন নেই, তা সঠিক আইন নির্ধারণ করে না।"

উপরের থেকে এটা স্পষ্ট যে, আদালত প্রসাদের মামলায় এই আদালতের বৃহত্তর বেঞ্চ এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আইনের সঠিকতা মেনে নেয়নি। অতএব, আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবীর দ্বারা দায়ের করা মামলার উপর নির্ভরতা গ্রহণ করা যায় না বা আদালত প্রসাদের মামলার পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন এই যুক্তিও গ্রহণ করা যায় না। আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলির পরবর্তী চ্যালেঞ্জটি হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে করা হয়েছিল যে একবার সমন মামলায় আবেদন নথিভুক্ত হয়ে গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তির অব্যাহতি চাওয়াও গ্রহণযোগ্য নয়। কোডের XX অধ্যায় দ্বারা আচ্ছাদিত একটি সমন মামলা জড়িত মামলা যা ২৩৯ ধারার মতো ডিসচার্জ করার একটি পর্যায় বিবেচনা করে না যা একটি পরোয়ানা মামলায় ডিসচার্জ করার ব্যবস্থা করে। অতএব, আমাদের মতে হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল যে একবার অভিযুক্তের আবেদন কোডের ২৫২ ধারার অধীনে রেকর্ড করা হলে XX অধ্যায়ের অধীনে বিবেচিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে যা বিচারকে তার যৌক্তিক উপসংহারে নিয়ে যেতে হবে।আদালত প্রসাদের মামলায় আমরা যেমন পর্যবেক্ষণ করেছি যে, কোনও আদেশকে অন্তর্বর্তী পর্যায়ে চ্যালেঞ্জ করার জন্য কোনও ক্ষুব্ধ অভিযুক্তের কাছে উপলব্ধ একমাত্র প্রতিকার হ 'ল কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে অসাধারণ প্রতিকার এবং সমন প্রত্যাহার বা অব্যাহতি চাওয়ার আবেদনের মাধ্যমে নয় যা সমন মামলার বিচারে বিবেচনা করা হয় না।"

১১) বর্তমান মামলার তথ্য *আদালত প্রসাদ বনাম রূপলাল জিন্দাল এবং অন্যরা (সুপ্রা)* এবং *শুভ্রামানিয়াম সেথুরামন বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও আরকেজন (সুপ্রা)* মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বিবেচিত মামলাগুলির থেকে কিছুটা আলাদা।

১২) এটি রেকর্ড করা আছে যে এখানে আবেদনকারীদের (অভিযুক্ত সংখ্যা ৬ এবং ৭) একই কার্যধারায় আদালত কর্তৃক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল, তার ১৭.০৩.১২ তারিখের আদেশ অনুসারে, যেখানে আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছিল যে মামলাটি অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবে। অভিযোগকারী ওই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেননি।

১৩) এইভাবে, যখন মামলাটি সুরাটের আদালত থেকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, তখন এটি যে পর্যায় থেকে ছিল সেখান থেকে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, এবং এটি একটি সদ্য শুরু হওয়া মামলা বলে মনে করা হয়নি। যেহেতু মামলার কার্যধারা অব্যাহত ছিল, ম্যাজিস্ট্রেট ভুলভাবে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে সমন জারি করেছিলেন যারা ইতিমধ্যে একই কার্যধারায় অব্যাহতি পেয়েছিলেন ১৭.০৩.১২ তারিখের পূর্ববর্তী আদেশের মাধ্যমে যা চ্যালেঞ্জ করা হয়নি।

১৪) ১৮.০১.১৭ তারিখের আদেশটি এইভাবে বর্তমান আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে আইন অনুসারে নয় বলে বাতিল করা যেতে পারে।

১৫) ২০১৯ সালের সিআরআর ১১২৭ অনুমোদিত।

১৬) ২০১৬ সালের অভিযোগ মামলা নং গ -০০৭৫১০৪ (পূর্বে ২০১২ সালের ৪৬৯৬ হিসাবে অঙ্কিত)-এ কলকাতার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ১৯ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ০১.০৭.২০১৬ তারিখের আদেশ এবং ১৮.০১.২০১৭ তারিখের আদেশটি আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে এখানে বাতিল করা হয়েছে। ২০১৬ সালের অভিযোগ মামলা নং গ -০০৭৫১০৪ (পূর্বে ২০১২ সালের ৪৬৯৬ হিসাবে অঙ্কিত)-এর কার্যধারাটি কলকাতার পণ্ডিত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ১৯ আদালতের কাছে বিচারাধীন নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১-এর ধারা ১৪১-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩৮-এর অধীনে বাতিল করা হয়েছে, যা এখানে আবেদনকারীদের ক্ষেত্রেও বাতিল করা হয়েছে, অভিযুক্ত নং ৬ এবং ৭ যথা জসদীপ সিং সুদ এবং জেসমিন কৌর।

১৭) বিচার আদালতের সামনে মামলাটি অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আইন অনুসারে এগিয়ে যাবে।

১৮) খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

১৯) সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২০) অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

২১) এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিদ্বান বিচার আদালতে পাঠানো হবে।

২২) এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সরবরাহ করা হবে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর দ্রুত।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly